যায়যায়দিন
তারিখ 26 JUL 2012
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

এবারো উচ্চ শিক্ষায় স্বতন্ত্রভাবে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে

অক্টোবর থেকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিযুদ্ধ শুরু

এম মামুন হোসেন

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে, সব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সব সাধারণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে গুচ্ছ পদ্ধতিতে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষার সুপারিশ ছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের। কিন্তু এবারো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে না। প্রতিবছরের মতো স্বতন্ত্রভাবে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। ইতোমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি ঘোষণা করেছে। আগামী অক্টোবর থেকে উচ্চ শিক্ষায় ভর্তিযুদ্ধ শুরু হচ্ছে।

আগামী ১২ অক্টোবর 'ক' ইউনিটের (বিজ্ঞান) পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে। এরপর ১৯ অক্টোবর 'খ' ইউনিটের (মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান ও কলা), ২ নভেম্বর 'গ' ইউনিটের (ব্যবসায় শিক্ষা), ৯ নভেম্বর 'ঘ' ইউনিটের (বিভাগ পরিবর্তন) এবং ১৬ নভেম্বর 'চ' ইউনিটের (চারুকলা) ভর্তি পরীক্ষার দিন ধার্য করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গত বছরের মতো এবারো আবেদনপত্রের ফি ধরা হয়েছে ৩০০ টাকা। তবে অনলাইন ভর্তি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত ৩০ টাকা দিতে হবে। ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার ক্ষেত্রে গত শিক্ষাবর্ষে যেসব শর্ত ছিল এবারো তা-ই বহাল থাকছে। আগামী ২৬ আগস্ট থেকে ভর্তি : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

ভর্তি : উচ্চ শিক্ষায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ভর্তিচ্ছুরা অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ করতে পারবেন। আবেদন করা যাবে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। অনলাইনে ভর্তিচ্ছুদের ওয়েবসাইটে (admission.univdhaka.edu) আবেদন করতে হবে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১৩ অক্টোবর থেকে ২১ অক্টোবর (শুক্রবার বাদে) অনুষ্ঠিত হবে। বুধবার সকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। জানা গেছে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এবং সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি ঘোষণা করা হবে। এবার বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষা বিগত বছরের চেয়ে পিছিয়ে যেতে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য পদত্যাগের দাবিতে লাগাতার আন্দোলন করছেন শিক্ষকরা। ইতোমধ্যে পদত্যাগ করেছেন সব অনুষদের ডিন ও বিভাগীয় প্রধানরা। পরীক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে ডিনস কমিটিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সব ডিন পদত্যাগ করায় জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। তবে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এসএম নজরুল ইসলাম জানিয়েছেন পরীক্ষার সঙ্গে আন্দোলনের কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি জানান, ডিনদের সঙ্গে আলোচনা করে অবিলম্বে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ চূড়ান্ত করা হবে। তিনি বলেন, আমাদের পরিকল্পনা আছে। তবে বৈঠকে বসেই তা ঠিক করা হবে।

গত ১৮ জুলাই ৮টি সাধারণ বোর্ড, একটি মাদ্রাসা ও একটি কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। ফলাফলে সারাদেশে ১০টি বোর্ডে উত্তীর্ণ হয়েছে সাত লাখ ২১ হাজার ৯৭৯ জন শিক্ষার্থী। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬১ হাজার ১৬২ জন। এবার ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫১ হাজার ৪৬৯জন। শুধু বিজ্ঞানেই জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৪ হাজার ৪৯২ জন শিক্ষার্থী। সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোয় আসন আছে দুই হাজার ১১০টি, আর বুয়েটে রয়েছে ৯৬৫ আসন। সাধারণ এ তথ্য থেকে বোঝা যায়, জিপিএ-৫ পেয়ে বিজ্ঞানের অনেক শিক্ষার্থীই তাদের কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না। শুধু বিজ্ঞানেই নয়, আসন স্বল্পতার কারণে মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ তাদের প্রত্যাশার মতো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না। ভালো প্রতিষ্ঠানে চান্স পাওয়া নিয়ে উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহীদের তীব্র প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। তবে কলেজগুলোয় পর্যাপ্ত আসন থাকায় সার্বিকভাবে ভর্তি হতে কোনো সঙ্কট হবে না বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা গেছে। এরমধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত স্নাতক ও ডিগ্রি কলেজে ভর্তির জন্য পর্যাপ্ত আসন থাকলেও প্রতিযোগিতা হবে মূলত ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এছাড়া সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে তুমুল প্রতিযোগিতা হবে।

জানা গেছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স কলেজগুলো বাদে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় আসন আছে প্রায় ৪০ হাজার। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় আসন আছে ৬০ হাজারের কিছু বেশি। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী পাওয়া গেলেই ভর্তি করা হয়ে থাকে। বর্তমানে নতুন অনুমোদন পাওয়া ৮টিসহ সারাদেশে ৬২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অনার্স কলেজগুলোয় প্রথম বর্ষে আসনসংখ্যা প্রায় দুই লাখ। তবে প্রতিবছর এ সংখ্যা বাড়ে। আর ডিগ্রি (পাস) কলেজগুলোয় ছাত্রছাত্রী পাওয়া গেলেই সাধারণত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। অনেক ডিগ্রি কলেজে কাঙ্ক্ষিত সংখ্যক শিক্ষার্থী পায় না।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাব মতে, সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোয় আসন রয়েছে দুই হাজার ১১০টি। আর বেসরকারি মেডিকেলে আসন রয়েছে তিন হাজার ৬১০টি। বুয়েটে আসন রয়েছে ৯৬৫। এছাড়া অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে আরো কয়েক হাজার আসন। দেশে বর্তমানে ৩৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এরমধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয় না। একইসঙ্গে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দিলে ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন আছে প্রায় ৪০ হাজার। এ ৪০ হাজার আসনের বিপরীতেই হবে মূলত প্রতিযোগিতা। এরমধ্যে আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বরাবরই সবচেয়ে বেশি প্রতিযোগিতা হয়। সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর অধীন প্রায় ১ হাজার ৭০০ কলেজ রয়েছে। এর মধ্যে ১৯৮টি কলেজে স্নাতকে ভর্তি করা হয় ১ লাখ ৮৯ হাজার শিক্ষার্থী। এ ছাড়া ১ হাজার ৬০০ ডিগ্রি কলেজে প্রায় ৭০ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। দেশের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬০ হাজার আসন রয়েছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী ১ হাজার ৪৫০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্নাতক বা ডিগ্রিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হয়। এছাড়া ৫৪টি সরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ও শতাধিক বেসরকারি পলিটেকনিকে প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ রয়েছে। সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় মিলে আসন রয়েছে ৫ লাখ ২৩ হাজার ৮০০টি।

এদিকে দেশের সব মেডিকেল কলেজে যেভাবে একসঙ্গে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হয়, তেমনি সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গুচ্ছ পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণের চিন্তা ভাবনা ছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জানান, এ বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। তাদের ওপর মন্ত্রণালয় থেকে কোনো কিছু চাপিয়ে দেয়া যায় না। তিনি বলেন, বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই এ ক্ষেত্রে বড় বাধা। এগুলোর উপাচার্যরা একমত হতে না পারায় এবারো গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

জানা গেছে, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একসঙ্গে, সব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সব সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে ভর্তি পরীক্ষার সুপারিশ ছিল। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোর জন্য অভিন্নভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের হয়রানি বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভাগওয়ারী পরীক্ষার বদলে ইউনিট ভিত্তিক পরীক্ষা গ্রহণ, ক্যাম্পাসে না গিয়ে অনলাইনে অথবা মোবাইল ফোনে পরীক্ষার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দেশনা দিয়েছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত আসন রয়েছে। ভর্তির ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না। তবে বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতিযোগিতা হবে।

জাহাঙ্গীরনগরে ভর্তি পরীক্ষা ১৩-২১ অক্টোবর

জাবি প্রতিনিধি জানান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের প্রথমবর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১৩ অক্টোবর থেকে ২১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে। তবে এই সময়ের মধ্যে থাকা শুক্রবারে কোনো পরীক্ষা হবে না।

বুধবার সকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।

শাহজালালে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা

শাবি প্রতিনিধি জানান, সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষের প্রথম সেমিস্টারে ভর্তির সময়সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ১৭ ও ২৪ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

বুধবার ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য মো. ইলিয়াস উদ্দিন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে ডিনস কমিটির সভায় এ তারিখ নির্ধারণ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য মো. ইলিয়াস উদ্দিন বিশ্বাস জানান, ভর্তি পরীক্ষার ন্যূনতম যোগ্যতা, পরীক্ষার ফিসহ অন্যান্য বিষয়ে আগামী ৫ আগস্ট একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।